ছাত্র ধর্মঘট ঃ গুলী-বোমা সংঘর্ষ ।। আহত ৩৫

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল দেশের বিভিন্নস্থানে ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গুলী, বোমা, ককটেল হামলা ও সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের পাশাপাশি ঢাকাসহ বিভিন্নস্থানে এ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচনের ভোট গননায় কারচুপি এবং জহুরুল হক ও মহসিন হলসহ বিভিন্ন হলে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ঐ সব হলের ছাত্র দল কর্মীদের ওপর হামলা ও তাদের বের করে দেয়া এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছাত্রীদের মিছিলে হামলা ও কফিল উদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পৃথকভাবে এ ধর্মঘট আহবান করে।

ছাত্র দলের ধর্মঘটের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও গতকাল ছাত্রনেতা গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে এ সভা

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ছাত্র ধর্মঘট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে এক মিছিল বের করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গতকাল পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের গতকালের ছাত্র ধর্মঘট সফল করায় ছাত্র লীগ (জ-লু)'র সভাপতি জনাব এম, এ, জলিল ও সাধারণ সম্পাদক জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান এক বিবৃতিতে ছাত্র সমাজের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, ডাকসু নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহূত ধর্মঘট গতকাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ছাত্র দলের ১টি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহবানে সাড়া দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালন করে। এ উপলক্ষে সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

আমাদের রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, ইশ্বরদী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল সংবাদদাতাগণ জানান, এসব জেলাতে ধর্মঘটের পাশাপাশি সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থান থেকেও ছাত্র ধর্মঘট পালনের সংবাদ পাওয়া গেছে।

নরসিংদী থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গুলী, ককটেল ও বোমা বিস্ফোরণসহ একটি ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে গতকাল নরসিংদী সরকারী কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এ সময় ব্যাপক সন্ত্রাস চলাকালে কলেজের অন্ততঃ ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে। সকাল ৯টায় কলেজের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান নেয়। এর পর ক্লাস শুরু হওয়ার মুহূর্তে একটি ছাত্র জোটের সশস্ত্র মিছিল কলেজে প্রবেশ করে বেপরোয়া গুলী বর্ষণ, ককটেল ও বোমা ফাটায়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস ছেড়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করে। এ সময় একটি ককটেল কলেজের অফিসকক্ষে নিক্ষেপ করা হলে কলেজের হেড ক্লার্ক জনাব আবদুল আউয়াল আহত হন। নরসিংদী কলেজে এ সন্ত্রাসের শব্দে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শহরের সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পালিয়ে যায়।

নরসিংদী সরকারী কলেজ সংসদের জি, এস, জনাব গোলাম কবীর কামাল ও এজি, এস, জনাব খবিরুল ইসলাম বাবুল এক বিবৃতিতে বলেছেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাদের সভায় হামলাসহ এ সন্ত্রাস চালায়। কলেজের অধ্যক্ষও এ সন্ত্রাসের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সশস্ত্র কর্মীদের দায়ী করেছেন। তবে ছাত্র লীগের একজন কর্মী বলেছেন, ছাত্র দলের কর্মীরাই প্রথম তাদেরকে কলেজ থেকে বের করে দিতে চেয়েছে।

আমাদের বরিশাল সংবাদদাতা জানান, গতকাল সকাল ১১টায় বিএম কলেজ-এ দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সে সময় কলেজ ও তার আশ-পাশে ১৫-২০টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই ঘটনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের জাহিদ ও জাকির আহত হয়েছে।

কলেজের শিক্ষক পরিষদ আজ এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে ক্যাম্পাসে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটার আশঙ্কায় আগামী ২ দিনের জন্যে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। এদিকে আজ সন্ধ্যায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্থানীয় টাউন হল চত্বরে একটি সভা করার চেষ্টা করলে ছাত্র-জনতার বাধার মুখে তা অনুষ্ঠিত হয়নি।

এছাড়া, ফেনীতে ছাত্র দলের সাথে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক সংঘর্ষ ঘটে। এবং কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে ৪ জন আহত হয়েছে। চাঁদপুরে গতকাল ছাত্র ধর্মঘট হয়নি। তবে এক সংঘর্ষে ছাত্র দলের ৩ জন আহত হয়েছে।

ছাত্রী নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ

সাংবাদিক সম্মেলনে রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের ছাত্রী নেতৃবৃন্দ যে বক্তব্য প্রদান করেছেন উক্ত দুই হলের সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রী সংসদ নেতৃবৃন্দ তার প্রতিবাদ করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে টুকুর নাম হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, তা ঠিক নয়। আসলে টুকু ছাত্রী বোনদের রক্ষার্থে ছুটে এসেছেন।